উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব এস এম কুদ্দুস জামান

-এবং-

বিচারপতি জনাব মো.রিয়াজ উদ্দিন খান

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং-১৯১৮৩/২০২০

ডাঃ অলোক কুমার মন্ডল

.......অভিযুক্ত-পিটিশনারগণ

-বনাম-

রাষ্ট্র এবং অন্যান্য

......অপজিট পার্টি

জনাব মো.আলী আহমেদ খোকন, আইনজীবী

.........অভিযুক্ত-পিটিশনারের পক্ষে

জনাব এ এস এম কামাল আমরোহি চৌধুরী, আইনজীবী

......দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে

৯ মার্চ, ২০২২

বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান,

ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৬১ক এর অধীনে একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে দণ্ডবিধির ১৬১/১৬২/৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা তৎসাথে দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় খালিসপুর থানায় ২১/০৮/২০১৭ তারিখে দায়েরকৃত ৩৪ নং মামলা যার দুদক জি আর নং ০৭/২০১৭ হতে উদ্ভূত ২০১৮ সালের ৫ নং মেট্রোপলিটন বিশেষ মামলা হতে উদ্ভূত ২০১৯ সালের ১ নং বিশেষ মামলা যা বর্তমানে খুলনা বিভাগের বিভাগীয় বিশেষ আদালতে বিচারাধীন তার সকল কার্যক্রম কেন বাতিল করা হবেনা এবং/অথবা এই আদালত উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করে এমন অন্যান্য ও পরবর্তী আদেশ বা আদেশসমূহ কেন প্রদান করা হবেনা তৎমর্মে প্রতিপক্ষকে কারণ দর্শানোর জন্য এ রুলটি জারী করা হয়েছিলো।

প্রসিকিউশন পক্ষের মামলাটি সংক্ষেপে এই যে,২১.০৮.২০১৭ তারিখে সকাল ৭.৪৫ ঘটিকায় পুলিশের উপ-পরিদর্শক তমাশ মন্ডল ও তার সঙ্গীয় ফোর্স সেন্ট্রি ডিউটি করার সময় খুলনার শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট অভিযুক্ত দেবপ্রসাদ রায়, অভিযুক্ত দীপঙ্কর সানা এবং শেখ

রকিবুল আবেদীন বাবুকে গ্রেপ্তার করে ও তাদের দখল থেকে বিক্রয় নিষিদ্ধ ১৭ হাজার পিস সরকারি ওষুধ উদ্ধার করে।

উল্লিখিত ঘটনা বর্ণনা করে পুলিশের এএসআই খালিশপুর থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন এবং তদন্ত শেষে দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক মোঃ মোশাররফ হোসেন অভিযুক্ত পিটিশনারসহ অন্যদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন।

বিভাগীয় বিশেষ জজ, খুলনা, দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা সহ দণ্ডবিধির ১৬১/১৬২/৪০৯/৪২০/১০৯ ধারায় অভিযুক্ত- পিটিশনার এবং অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

মামলার উপরিউক্ত কার্যধারার বৈধতা এবং যথার্থতাকে চ্যালেঞ্জ করে পিটিশনার এই আদালতে আসেন এবং এই রুল এবং স্থগিতাদেশের আদেশ পান।

অভিযুক্ত-পিটিশনার পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আলী আহমেদ খোকন নিবেদন করেন যে অভিযুক্ত-পিটিশনার খুলনার শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের একজন মেডিকেল অফিসার। এফআইআরএ তার নাম নেই এবং অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের কেউই ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যে অপরাধের সহযোগী হিসাবে তার নাম উল্লেখ করেননি। তদন্ত চলাকালীন সময় তদন্ত অফিসার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় ১৫জন প্রসিকিউশন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের কেউই অভিযুক্ত পিটিশনারের নাম উল্লেখ করেনি। অভিযুক্ত-পিটিশনারের দখল হতে অপরাধ সংশ্লিষ্ট কোন আলামত উদ্ধার কর হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং বেআইনিভাবে অভিযোগপত্রে অভিযুক্ত হিসাবে পিটিশনারের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা আইন সম্মত নয়। বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, যেহেতু অভিযোগে বর্ণিত অপরাধের সাথে অভিযুক্ত-পিটিশনারের জড়িত থাকার সমর্থনে কোন প্রমাণাদি নেই, সেহেতু অভিযুক্ত পিটিশনারের বিরুদ্ধে উপরোক্ত কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে তা অযথা হয়রানি এবং আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের কারণ হবে।

অন্যদিকে, দুর্নীতি দমন কমিশনের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ,এস,এম, কামাল আমরোহী চৌধুরী নিবেদন করেন যে, পিটিশনার নিজে নিজে লেখার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত স্লিপ লেখার জন্য একজন বহিরাগতকে নিয়োগ করেছিলেন। পিটিশনারের উপরোক্ত বেআইনি কাজটি শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের ফার্মেসির দোকান থেকে সরকারি ওষুধ আত্মসাৎ সহজতর করতে সহায়তা করেছে ।

উপরিউক্ত কারণ বিবেচনায় তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাযথভাবে অভিযোগপত্রে অভিযুক্ত-পিটিশনারকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বিজ্ঞ বিশেষ জজ দণ্ডবিধির ১৬১/১৬২/৪০৯/৪২০/১০৯ ধারায় পিটিশনারের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে অভিযোগ গঠন করেছেন। অভিযুক্ত-পিটিশনারের বিরুদ্ধে মামলাটি আইনগত নথিপত্রের উপর নির্ভর করে আনয়ন করা হয়েছে এবং মামলাটি আইন সম্মত হওয়ায় এ পর্যায়ে হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। দুর্নীতি দমন কমিশনের বিজ্ঞ আইনজীবী তার নিবেদনের সমর্থনে ৬৭ ডিএলআর (এডি) ১৩৭- মামলার উল্লেখ করেন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের বিজ্ঞ আইনজীবীদের নিবেদন, এফআইআর, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় প্রদত্ত প্রসিকিউশন সাক্ষীদের বিবৃতি, চার্জশিট, জব্দ তালিকা, চার্জ গঠনের আদেশ এবং নথিতে থাকা অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনা করলাম।

এখানে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত-পিটিশনার খুলনার শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের একজন মেডিকেল অফিসার এবং তার নাম এফআইআর এ উল্লেখ করা হয় নি। পিটিশনারের কছে থেকে চুরিকৃত বা আত্মসাৎকৃত কোনও সরকারী ওষুধও পাওয়া যায়নি। সহ-অভিযুক্ত দেব প্রসাদের কাছ থেকে আত্মসাৎকৃত ওষুধ উদ্ধার করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু তিনি অপরাধের সহযোগী হিসেবে পিটিশনারের নাম উল্লেখ করেননি। তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় ১৫ জন প্রসিকিউশন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উপরিউক্ত সাক্ষীদের কেউই অপরাধের সহযোগী হিসেবে পিটিশনারের নাম উল্লেখ করেননি। এ মামলায় কোনও আসামি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় কোনও বিবৃতিও দেয়নি।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত-পিটিশনার নিজে সংক্ষিপ্ত স্লিপগুলি লেখার পরিবর্তে এগুলো লেখার জন্য একজন বহিরাগতকে নিয়োগ করেছিলেন এবং হাসপাতালের কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে তার বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করেছিলেন । পিটিশনারের উপরিউক্ত কাজগুলি অন্যদের এমন আত্মসাতের অপরাধ করতে অনুপ্রাণিত করবে । হাসপাতালের তহবিল থেকে বেতন দেওয়া একজন ব্যক্তিকে কীভাবে বহিরাগত বলা যায় এবং পিটিশনারের জন্য আসল সংক্ষিপ্ত স্লিপ লেখার জন্য হাসপাতালের অন্য কর্মচারীকে নিয়োগ কীভাবে আত্মসাতে সহায়তার অপরাধ হতে পারে তা বোধগম্য নয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগপত্রে বলেছেন যে, অভিযুক্ত ফার্মাসিস্টরা মেডিকেল অফিসারদের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া শর্ট স্লিপ তৈরি করেছেন এবং হাসপাতালের ঔষধ আত্মসাৎ করেছেন। ঔষধ আত্মসাতের কারণ, পদ্ধতি এবং জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে ডাঃ এস.এম.মোর্শেদকে সভাপতি করে উপরিউক্ত হাসপাতাল কর্তৃক একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত শেষে উপরিউক্ত কমিটি রিপোর্ট প্রদান করেন যে হাসপাতালের অভিযুক্ত-ফার্মাসিস্টদের দ্বারাই আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে ।

মামলার ঘটনা, পরিস্থিতি এবং নথিতে থাকা বিষয়াদি বিশ্লেষণে আমরা পিটিশনারের বিরুদ্ধে এই মামলাটি চলমান রাখার পক্ষে কোন যর্থাথতা খুঁজে পাইনা । পিটিশনারকে জড়িয়ে করা উপরিউক্ত মামলার কার্যক্রম শুরু থেকেই আইনত অচল এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে তা পিটিশনারের জন্য অযথা হয়রানি এবং আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের কারণ হবে ।

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিজ্ঞ আইনজীবী যে মামলার কথা উল্লেখ করেছেন তা চলমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই উপরিউক্ত কেইস ল এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আমরা এই দরখাস্তে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১ক ধারার অধীনে উপরিউক্ত কার্যক্রম যতদূর তা পিটিশনারের সাথে সম্পর্কিত তা বাতিল করার জন্য সারবত্তা খুঁজে পাই এবং এই প্রসঙ্গে জারি করা রুলটি চূড়ান্ত করা উচিত বলে মনে করি।

ফলস্বরূপ, রুলটি চূড়ান্ত করা হলো।

দণ্ডবিধির ১৬১/১৬২/৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা তৎসাথে দুর্নীতি দমন আইন ,১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় খালিসপুর থানায় ২১/০৮/২০১৭ তারিখে দায়েরকৃত ৩৪ নং মামলা যার দুদক জি আর নং ০৭/২০১৭ হতে উদ্ভূত ২০১৮ সালের ৫ নং মেট্রোপলিটন বিশেষ মামলা হতে উদ্ভূত ২০১৯ সালের ১ নং বিশেষ মামলা যা বর্তমানে খুলনা বিভাগের বিভাগীয় বিশেষ আদালতে বিচারাধীন তার সকল কার্যক্রমের যতদূর পিটিশনারের সাথে সম্পর্কিত তা বাতিল করা হলো।

রুল জারির সময় প্রদত্ত অন্তবর্তীকালীন আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো ।

এই রায়ের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করা হোক।

<u>বিচারপতি মো.রিয়াজ উদ্দিন খান,</u>

আমি একমত ।

<u>দায়বর্জন বিবৃতি(DISCLAIMER)</u>

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজেস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।